তারিখ ... [illegible] APR 2017 ... পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 2

কালের কণ্ঠ

অস্থিরতার পথে ইবি ক্যাম্পাস!

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অস্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাম্প্রতিক বেশ কিছু সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় গত রবিবার শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ক্যাম্পাস পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো দায়িত্বশীল ও পক্ষপাতহীন হওয়ার পরামর্শ দেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যের অডিও ও ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ ফাঁস হয়। ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ ফাঁসের দায়ে সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

তবে নিয়োগ বাণিজ্য ফাঁসের দায়ে সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমীনকে ওএসডি (প্রশাসনিক ও বিভাগীয় কাজ থেকে বিরত) করে প্রশাসন। প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তে পক্ষপাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন শিক্ষকরা। রবিবার শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী সভা শেষে সমিতির একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারীর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে উষ্মা প্রকাশ করে। এমনকি এ অবস্থা চলতে থাকলে পরবর্তী সময়ে তারা প্রশাসনকে সহযোগিতা না করারও হুমকি দেয়।

এ ছাড়া ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের 'এফ' ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁসের দায়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং ওই ইউনিটে ভর্তীকৃত ১০০ শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে প্রশাসন। গত ১৬ মার্চ ওই ইউনিটে পুনঃ ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ওই সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। হঠকারী এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে প্রশাসন। এটিকে প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন শিক্ষকরা। তাঁরা দাবি করছেন, অন্যের বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়ে উপাচার্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারই মাসুল দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এরই মধ্যে ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। গত রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি বৈঠক করে। এতে ক্যাম্পাসের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এর মধ্যে ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক আসাদুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত আর রুহুল আমিনকে নামমাত্র শাস্তি দেওয়ার বিষয়টিকে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরেফিন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানসহ শিক্ষক সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে যান। এ সময় কেন একজনকে সাময়িক বহিষ্কার আর অন্যজনকে নামমাত্র শাস্তি দেওয়া হলো, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমরা প্রশাসনের কাছে গিয়েছিলাম। প্রশাসনকে বলেছি, তারা যেন কোনো শিক্ষকের ব্যাপারে পক্ষপাত না করে।' শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজনের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রশাসনকে দৃষ্টি রাখতে হবে ব্যক্তি ফায়দা হাসিলের জন্য যাতে কেউ কাজ না করে। এমনটি হলে শিক্ষকদের মধ্যে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সমিতির এক সিনিয়র শিক্ষক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যাঁর পরামর্শে চলছে তিনি ভিসির অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও তা দেখা হচ্ছে না। আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং ও প্রগতিশীল শক্তিকে ধ্বংস করতে যিনি তৎপর, তিনি ভিসির ডানহাত। এ নাটের গুরুর মুখোশ উন্মোচন হওয়া এখন সময়ের দাবি।

উপাচার্য ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী বলেন, 'ক্যাম্পাসে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষক সমিতির নেতারা অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি ও পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। আমরা তাঁদের এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, প্রশাসনের ওপর শিক্ষকদের সামষ্টিক কোনো ক্ষোভ সৃষ্টি হয়নি। কারো ব্যক্তিগত ক্ষোভ থাকতেই পারে।'